সহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয়

মূল

শাইখ আব্দুর রায্যাক বিন আব্দুল মুহ্সিন আল-বাদার

অনুবাদ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায়

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

https://www.facebook.com/178945132263517

https://www.facebook.com/178945132263517

وَاجِبُنَا
نَحْوَ الصَّحَابَةِ

সহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয়

লেখক :
শাইখ আব্দুর রায্যাক বিন আব্দুল মুহ্সিন আল-বাদার

অনুবাদক
মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায়
শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়
হাদীস একাডেমী

https://www.facebook.com/178945132263517

সহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয়

সংকলন :
শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আবদুল আজিজ আল-মাদানী
লেখক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাদশাহ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র
পোঃ বক্স নং ১০০২৫, ফোন : ০৩-৭৮৭২৪৯১, ফ্যাক্স : ০৩-৭৮৭৩৭২৫
কে, কে, এম, সি. হাফর আল-বাতিন ৩১৯৯১

সম্পাদনায় :
শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায় :
হাদীস একাডেমী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১৪

কম্পিউটার কম্পোজ :
এ আর এন্টারপ্রাইজ
হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল-ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৭৭৪৪৫৫৫৫।
Email: arenterprisee@yahoo.com
Facebook: www.facebook.com/hadithacademybangladesh

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ টাকা মাত্র)

https://www.facebook.com/178945132263517

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সহাবীদের বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা	৮
২	সহাবীগণ ইসলাম ধর্মের বিশিষ্ট বাহক ও প্রচারক	৮
৩	সহাবীদের সমালোচনা মানে ধর্মের সমালোচনা	৯
৪	সহাবীদের ব্যাপারে কটূক্তি মূলতঃ ধর্মের ব্যাপারেই কটূক্তি	৯
৫	সহাবীদের গ্রহণযোগ্যতা	১০
৬	সহাবীদের প্রতি একজন মুসলিমের করণীয়	১৪
৭	সহাবীদেরকে গালি দেয়া হারাম	১৬
৮	মর্যাদানুসারে সহাবীদের স্তর-বিন্যাস	২০
৯	নসীহত : সহাবীদের জীবনী পড়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত	২৫
১০	সহাবীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে একজন মুসলিমের করণীয়	২৬

https://www.facebook.com/178945132263517

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উপরন্তু তাঁর আশ্রয় কামনা করছি আমাদের মন ও কর্মকাণ্ডের সমূহ অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত দিবেন তাকে পথভ্রষ্ট করার আর কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করবেন তাকে হিদায়াত দেয়ারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সহাবীর উপর একান্ত রহমাত ও অগণিত শান্তি বর্ষণ করুন।

প্রিয় পাঠক! আমাদের এ বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটির বিষয় হ'ল **"সহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয়"**। মূলতঃ এটি আমাদের আবশ্যকীয় একটি দায়িত্ব ও কর্তব্য। যার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া আমাদের অবশ্যই উচিত।

একজন সাধারণ পাঠকের জন্যও এ কথা জানা অবশ্যই প্রয়োজন যে, সহাবীদের প্রতি করণীয় মূলতঃ আমাদের ধর্মের প্রতি করণীয়ের অন্তর্গত। যে ধর্ম আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের জন্যই পছন্দ করেছেন। এমনকি তিনি তা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কারোর থেকে গ্রহণও করবেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হ'ল ইসলাম।"[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

---

১. ৩নং সূরাহ্ আলি 'ইমরান, ১৯।

https://www.facebook.com/178945132263517

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করলো তা তার পক্ষ থেকে কখনই গ্রহণ করা হবে না। উপরন্তু সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২]

তিনি আরো বলেন :

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মটি পরিপূর্ণ করে দিলাম। এমনকি আমার নি'আমাতও। আর আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ক্ববূল করে নিলাম।"[৩]

ইসলাম ধর্মই মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত একান্ত ধর্ম। তাই তিনি এ ধর্ম প্রচারের জন্য একজন আমানতদার প্রচারক, প্রজ্ঞাময় শুভাকাঙ্ক্ষী ও সম্মানিত রসূল পছন্দ করেছেন। যাঁর নাম হ'ল মুহাম্মাদ (ﷺ)। তিনি (ﷺ) উক্ত ধর্মটিকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাসহ মানুষের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছে দেন। বস্তুতঃ তিনি এ সংক্রান্ত তাঁর প্রভুর আদেশটি সম্পূর্ণরূপে পালন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ﴾

"হে রসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা তুমি প্রচার কর।"[৪]

আমাদের প্রিয়নাবী (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার উক্ত আদেশ পালনার্থেই তাঁর উপর নাযিলকৃত সকল ওয়াহী মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত আমানতটুকু সঠিকভাবেই আদায় করেন। এমনকি তিনি (ﷺ) সর্বদা তাঁর উম্মাতের সমূহ কল্যাণই কামনা করতেন। উপরন্তু তিনি (ﷺ) সর্বদা নিজকে মহান আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রচারে নিমগ্ন রাখতেন। এভাবেই একদা তাঁর মৃত্যু চলে আসে। দুনিয়াতে এমন কোন কল্যাণ নেই যে বিষয়ে তিনি তাঁর উম্মাতকে সন্ধান দেখাননি। তেমনিভাবে দুনিয়াতে এমন কোন অকল্যাণও নেই যে বিষয়ে তিনি তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করে যাননি। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ বান্দার প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহের তুলনা দিয়ে বলেন :

﴿هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾

---

২. ৩নং সূরাহ্ আলি 'ইমরান, ৮৫।
৩. ৫নং সূরাহ্ আল মায়িদাহ্, ৩।
৪. ৫নং সূরাহ্ আল মায়িদাহ্, ৬৭।

https://www.facebook.com/178945132263517

"তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শুনাবে, তাদেরকে পবিত্র করবে ও কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দিবে। যদিও তারা ইতিপূর্বে চরম গোমরাহিতেই নিমজ্জিত ছিল।"[৫]

বস্তুতঃ আমাদের প্রিয়নাবী (ﷺ) আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দেন। উপরন্তু তাঁর উম্মাতের সার্বিক কল্যাণ কামনার্থে তিনি তাদেরকে সঠিক এবং সুস্পষ্ট পথও দেখিয়ে দেন।

ঠিক এরই পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় তাঁর সম্মানিত রসূলের জন্য কিছু সম্মানিত সাথী, নিষ্ঠাবান কিছু সহযোগী এবং পরবর্তীদের জন্য বিশ্বস্ত কিছু কর্ণধারও নির্ধারণ করেছেন। যাঁরা একদা একান্তভাবেই তাঁকে সার্বিক সাহায্য করেছেন ও তাঁর হাতকে শক্তিশালী করেছেন। উপরন্তু তাঁরা দুনিয়াতে তাঁর আনিত ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করেছেন। তাই তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সহযোগী। এমনকি তাঁরা ছিলেন একাধারে নাবী (ﷺ)-এর একান্ত নেককার সাথী, সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ ও শক্তিশালী সহযোগী। যাঁরা ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের একান্ত সহযোগী ও শ্রেষ্ঠ মদদগার। তাই তাঁরা কতই না ধন্য। কতই না তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা। আর কতই না সম্মানজনক তাঁদের ধর্ম প্রচারের সে মহান প্রচেষ্টা।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ জ্ঞান অনুযায়ী এবং অত্যন্ত সুকৌশলেই নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণকে নির্বাচন করেছেন। তিনি তাঁর নাবীর সাথী হিসেবে একদল বিশ্বস্ত ও শ্রেষ্ঠ লোক চয়ন করেছেন। যাঁরা নাবীদের পরপরই এ দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে বিবেচিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত। তোমাদেরকে মানব জাতির সর্বাত্মক কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৬]

উক্ত আয়াতে নাবী (ﷺ)-এর সকল উম্মাতকে বুঝানো হলেও তাদের সর্বাগ্রে রয়েছেন সহাবায়ি কিরাম (رضي الله عنهم)।

'আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেন :

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

---

৫. ৬২নং সূরাহ্ আল জুমু'আহ্, ২।
৬. ৩নং সূরাহ্ আলি 'ইমরান, ১১০।

https://www.facebook.com/178945132263517

'দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হ'ল আমার শতাব্দীর মানুষ। এরপর এসব লোকেরা যারা তাদের পরে আসবে। তারপর তৃতীয় স্তরের তারা যারা তাদের পরে আসবে।'[৭]

এ হ'ল আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নাবী (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে সহাবায়ি কিরামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। বস্তুতই তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্বস্ত মানুষ ও পরবর্তীদের জন্য হিদায়াতের বাস্তব নমুনা।

তাই আমাদেরকে এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সহাবীদের আলোচনা এবং তাঁদের প্রতি আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানা ধর্ম, ঈমান ও 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ জন্যই আমরা এখনকার কিংবা পূর্বের যে কোন মনীষীর 'আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত বই খুঁজলে তাতে **"সহাবীদের প্রতি ধর্মীয় 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস"** নামক একটি অধ্যায় অবশ্যই দেখতে পাব।

এবার মনের গভীরে একটি প্রশ্ন জাগে যে, সহাবীদের প্রতি করণীয়টুকু বস্তুতঃ আমাদের ধর্মের প্রতি করণীয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে কেন?

উত্তরে বলা যায় যে, মূলতঃ সহাবায়ি কিরামই তো এ ধর্মের বহনকারী ও প্রচারকারী। সহাবায়ি কিরাম রসূল (ﷺ)-কে সরাসরি দেখার ও তাঁর থেকে সরাসরি হাদীস শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁরা সরাসরি তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে ও তা সঠিকভাবে ধারণ করে তাঁর পরবর্তী উম্মাত পর্যন্ত তা পৌঁছে দিয়েছেন। এমন কোন হাদীস কল্পনা করা যায় না চাই তা রসূল (ﷺ)-এর কথা হোক কিংবা কাজ যা সহাবায়ি কিরামের কোন মাধ্যম ছাড়া আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

আপনি যখনই কোন হাদীসের কিতাব খুলবেন চাই তা সিহাহ (বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব যেমন : সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ইত্যাদি), সুনান (যা ফিক্হের অধ্যায়ের ভিত্তিতে সংকলিত যেমন : আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদি), মাসানীদ (যাতে প্রত্যেক সহাবীর হাদীস ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন : মুসনাদুল-ইমাম আহমাদ, মুসনাদুল ইমাম ইসহাক বিন্ রাহওয়াইহি ইত্যাদি), মাজামী' (কয়েকটি হাদীসের কিতাবের সমন্বয় যেমন : জামি'উল-উসূল, আল-জাম'উ বাইনাস-সাহীহাইন, জাম'উল-ফাওয়ায়িদ ইত্যাদি), আজ্যা' (একই সনদে বর্ণিত হাদীস ভাণ্ডার যেমন : জুয ইবনু 'উয়াইনাহ, জুয ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'য়ীন ইত্যাদি অথবা একই বিষয়ে সংগৃহীত হাদীস ভাণ্ডার যেমন : জুয রাফ'উল-ইয়াদাইন, জুয আল-ক্বিরাআহ খালফাল-ইমাম ইত্যাদি) তা যাই হোক না কেন আপনি তাতে অবশ্যই দেখবেন যে, যে কোন হাদীসের সনদ তথা বর্ণনাসূত্র লেখক থেকে শুরু করে যে কোন সহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর সে সহাবী তা নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাহলে এ কথা সহজেই বুঝা গেলো যে, প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ হাদীসের সনদে অবশ্যই এক বা একাধিক সহাবী রয়েছেন।

---

৭. সহীহুল বুখারী তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২৬৫২, আ.প্র. ২৪৬০, ই.ফা. ২৪৭৬; সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ৬৩৬৩-(২১০/২৫৩৩), ই.ফা. ৬২৩৯, ই.সে. ৬২৮৭।

https://www.facebook.com/178945132263517

সহাবীদের বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা

সহাবীগণ সবাই অবশ্যই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রসূল (ﷺ) তাঁদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ জন্যই আপনি দেখতে পাবেন যে, হাদীসের ইমামগণ যখনই কোন হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের কাজ হাতে নেন তখনই তাঁরা ঐ হাদীসের সনদ বা বর্ণনাসূত্রের প্রত্যেকটি বর্ণনাকারীর ব্যাপারে অবশ্যই অনুসন্ধান চালান। তাঁরা প্রত্যেকটি বর্ণনাকারীর ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করেন যে, উক্ত বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য কী না। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে যখন তাঁরা সহাবী পর্যন্ত পৌঁছান তখন তাঁরা আর তাঁর ব্যাপারে এ অনুসন্ধান চালান না যে, তিনি বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য কী না। কারণ, তাঁরা তো সবাই সর্ব সম্মতিক্রমে একান্ত বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।

এ জন্যই আপনি যখন হাদীসের 'ইলাল তথা ভুল-ত্রুটি ও রিজাল তথা বর্ণনাকারীদের আলোচনা সম্বলিত বইগুলোতে একটুখানি চোখ বুলাবেন তখনই দেখতে পাবেন যে, প্রত্যেক লেখক তাবিয়ীদের যুগ থেকে তার নিচের যে কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন : অমুক বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। অমুকের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অমুক বর্ণনাকারী বিশিষ্ট হাফিয তথা অনন্য স্মৃতিশক্তিধর। অমুক বর্ণনাকারী দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন। অমুক বর্ণনাকারী মিথ্যুক ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এ কিতাবগুলোর লেখকরা কখনো এমন বলেন না যে, অমুক সহাবী বিশ্বস্ত। অমুক সহাবী গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

কারণ, সহাবীগণ তো সবাই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (ﷺ) ইতিপূর্বেই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সহাবীগণ ইসলাম ধর্মের বিশিষ্ট বাহক ও প্রচারক

সহাবীগণ ইসলাম ধর্মের বিশ্বস্ত বহনকারী ও বিশিষ্ট প্রচারক। তাঁরা তা রসূল (ﷺ)-এর পবিত্র মুখ থেকে শ্রবণ করে ও তা হুবহু মুখস্থ করে অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার সাথে রসূল (ﷺ)-এর পরবর্তী উম্মাত পর্যন্ত পৌঁছে দেন। তাঁদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তাঁরা বলছেন : আমরা এ বাণীটুকু রসূল (ﷺ)-এর পবিত্র মুখ থেকে খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং তা হুবহু আজ তোমাদের নিকট পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিলাম। তাই তোমরা অবশ্যই তা হিফাযাত করবে।

বস্তুতঃ তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর এক বিশেষ দু'আয় ধন্য হয়েছেন।

যায়দ বিন সাবিত (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন :

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ.

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে অতি সজীব ও সতেজ করুন যে আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস শুনে তা হুবহু মুখস্থ করে অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়।[৮]

আপনার কি মনে হয়, দুনিয়ার আর কেউ সহাবায়ি কিরামের ন্যায় উক্ত দু'আয় আরো বেশি ধন্য হয়েছে। বরং তাঁরাই তো এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে।

তাই তাঁরা এ ধর্ম তথা রসূল (ﷺ)-এর হাদীসসমূহ অতি সযত্নে হুবহু ধারণ করে অতি বিশ্বস্ততা, আমানতদারি ও সূক্ষ্মতার সাথে পরবর্তী উম্মাতের নিকট পরিচ্ছন্ন ও পরিপূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। এটাই ছিল তাঁদের সাধারণ অভ্যাস।

তাঁরা সর্বদা নাবী (ﷺ)-এর সাথে নিয়মিত উঠা-বসা করে, তাঁর হাদীসগুলো শুনার পরস্পর প্রতিযোগিতা করে উপরন্তু তা সযত্নে শ্রবণ করে ও অন্তরে ভালভাবে ধারণ করে রসূল (ﷺ)-এর পরবর্তী উম্মাতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

সহাবীদের সমালোচনা মানে ধর্মের সমালোচনা

যখন সহাবীদের অবস্থান এমনই যে, তাঁরা ধর্মের বাহক ও প্রচারক তা হলে তাঁদের সমালোচনা ধর্মেরই সমালোচনা। কারণ, ধর্মের যে কোন বিশুদ্ধ কথা যা রসূল (ﷺ) থেকে সরাসরি বর্ণিত তা তো আমাদের নিকট একমাত্র তাঁদের মাধ্যমেই এসেছে।

সহাবীদের ব্যাপারে কটূক্তি মূলতঃ ধর্মের ব্যাপারেই কটূক্তি

সহাবীদের ব্যাপারে কটূক্তি করা মূলতঃ ধর্মের ব্যাপারেই কটূক্তি করা। কারণ, বিশেষজ্ঞদের একটি প্রসিদ্ধ কথা হ'ল এই যে :

الطَّعْنُ فِي النَّاقِلِ طَعْنٌ فِي الْـمَنْقُوْلِ.

বর্ণনাকারীর বিষয়ে কটুক্তি মূলতঃ তার মাধ্যমে বর্ণিত বস্তুর বিষয়েই কটুক্তি।

তাই যখন সহাবীগণের উপর কোন ধরনের আঘাত করা হয় তথা তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতা নিয়ে কোন কটূক্তি করা হয় তখন তা মূলতঃ ধর্মের ব্যাপারেই আঘাত ও কটূক্তি। এ জন্যই ইমাম আবূ যুর'আহ্ রাযী (رحمه الله) বলেন :

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَاعْلَمُوْا أَنَّهُ زِنْدِيْقٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ عِنْدَنَا حَقٌّ، وَالْقُرْآنَ حَقٌّ، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَجْرَحُوْا شُهُوْدَنَا لِيُبْطِلُوْا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَالْـجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى، وَهُمْ زَنَادِقَةٌ.

---

৮. আবূ দাউদ হাঃ ৩৬৬২, তিরমিযী হাঃ ২৬৫৬, ইবনু মাজাহ হাঃ ২৩০।

https://www.facebook.com/178945132263517

যখন তোমরা কাউকে নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদের কোন ধরনের অসম্মান কিংবা তাঁদের ব্যাপারে কোন ধরনের কটূক্তি করতে দেখবে তখন অবশ্যই এ কথা জেনে রাখবে যে, নিশ্চয়ই সে একজন ধর্মবিদ্বেষী মুরতাদ। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের রসূল (ﷺ) সত্য এবং কুরআনও সত্য। আর এ কুরআন ও হাদীস একমাত্র রসূল (ﷺ)-এর সহাবীগণই আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তারা মূলতঃ আমাদের সাক্ষীদেরকে আঘাত করে কুরআন ও সুন্নাহকে বাতিল করতে চায়। অতএব তাদেরকেই আঘাত করা অধিক শ্রেয়। কারণ, তারা ধর্মবিদ্বেষী মুরতাদ।[৯]

যদি সহাবায়ি কিরাম অগ্রহণযোগ্য কিংবা অবিশ্বস্তই হয় তাহলে আমরা সঠিক ধর্মই বা পাব কোত্থেকে?

বিশ্বে এমন কিছু পথভ্রষ্ট লোক আছে যারা হাতে গণা কিছু সহাবায়ি কিরাম ছাড়া সবার ব্যাপারে কটুক্তি করেছে। তাদেরকে আমরা বলব : যদি সহাবায়ি কিরামই অগ্রহণযোগ্য হন তাহলে আমরা ধর্ম পাব কোথা থেকে? এক আল্লাহর 'ইবাদাত কীভাবে করা হবে? কীভাবে সলাত (নামায) আদায় করা হবে? কীভাবে ফরয কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হবে? কীভাবে হজ্জ করা হবে? কীভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা হবে? কীভাবে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করা হবে?

তাই আমরা সহজেই এ কথা বুঝতে পারলাম যে, ধর্ম বহনকারীদেরকে আঘাত করা মানে মূলতঃ ধর্মকে আঘাত করা। তেমনিভাবে আমরা এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বুঝলাম যে, সহাবীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মূলতঃ ধর্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্গত। কারণ, তাঁরাই তো সর্ব প্রথম রসূল (ﷺ)-এর কাছ থেকে আমাদের নিকট এ ধর্ম বহন করে এনেছেন। তাই তাঁদের প্রতি আঘাত করা ধর্মের প্রতি আঘাতের শামিল।

সহাবীদের গ্রহণযোগ্যতা

আমরা সহাবীদের প্রতি কীভাবে আঘাত করতে পারি! অথচ তাঁদের গ্রহণযোগতা ও সম্মানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ব্যাপারে এও বলেছেন যে, তিনি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। আর তাঁরাও আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

৯. *আল-কিফায়াহ্ ফী 'ইল্‌মির-রিওয়ায়াহ্, ৪৯।*

https://www.facebook.com/178945132263517

"মুহাজির ও আনসারীদের মধ্যকার যারা প্রথম সারির অগ্রণী আর যারা তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। উপরন্তু তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে অনেক রকমের ঝর্ণাধারা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটিই হচ্ছে সত্যিকারের মহান সফলতা।"[১০]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সহাবীদের উপর সন্তুষ্ট। আপনি কি মনে করছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হবেন যে তাঁর ধর্ম প্রচারে অবিশ্বস্ত। আল্লাহ তা'আলা কি এমন ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হবেন যে তাঁর রসূল (ﷺ)-এর বাণী প্রচারে খিয়ানাতকারী। না, তা কখনই হতে পারে না। বরং এ কথাই সত্য যে, তিনি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। কারণ, তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা সৎ ও শ্রেষ্ঠ। তাঁরা তাঁর নাযিলকৃত ধর্ম পরিপূর্ণভাবে জগতবাসীর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ব্যাপারে আরো বলেন :

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا﴾

"মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদাইবিয়াহ্ এলাকার) গাছের নিচে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করল। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের সঠিক অবস্থা জেনেই তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন। আর তিনি তাদেরকে এর পুরস্কার হিসেবে দিলেন আসন্ন বিজয়।"[১১]

তখনকার হুদাইবিয়ার সহাবীগণের সংখ্যা ছিল এক হাজারের বেশি। যাঁদের সকলের উপরই আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট রয়েছেন।

তেমনিভাবে 'আলী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূল (ﷺ) বদরী সহাবীদের সম্পর্কে বলেন:

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُوْنَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

'তুমি কি জান! একদা আল্লাহ তা'আলা বদরী সহাবীদের দিকে উঁকি দিয়ে বললেন : তোমরা যা চাও কর। আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'[১২]

---

১০. ৯নং সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্, ১০০।

১১. ৪৮নং সূরাহ্ আল ফাতহ্, ১৮।

১২. সহীহুল বুখারী তাও. ৩০০৭, আ.প্র. ২৭৮৬, ই.ফা. ২৭৯৬; সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ৬২৯৫-(২৪৯৪/১৬১), ই.ফা. ৬১৭৬, ই.সে. ৬২২০।

https://www.facebook.com/178945132263517

এটি মূলতঃ প্রশংসার পর প্রশংসা যা কুরআন ও হাদীসে এসেছে। তাঁদের সম্পর্কে এ জাতীয় আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে যার কিয়দংশ সামনে আসছে।

তাঁদের প্রশংসা শুধু কুরআনেই আসেনি বরং তাঁদের সৃষ্টির পূর্বেই তাঁদের প্রশংসা তাওরাত এবং ইঞ্জীলেও এসেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের প্রতি অতি কঠোর তবে নিজেদের পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সাজদারত অবস্থায় দেখবে। তারা এরই মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের চেহারায় সাজদার দরুন দাগ পড়ে আছে।"[১৩]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সহাবীদের প্রশংসা করেছেন। তবে প্রশংসার এ নমুনা ও তাঁদের দৃষ্টান্ত কোন্ কিতাবে রয়েছে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا﴾

"তাদের এমন দৃষ্টান্তের কথা তাওরাতেও রয়েছে এবং ইঞ্জীলেও। তারা যেন একটি চারা গাছ যার কচি পাতা বের হয়েছে। তারপর তা শক্ত হয়ে কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। যা চাষীদেরকে খুবই আনন্দিত করে। (আল্লাহ তা'আলা এভাবেই মু'মিনদেরকে দুর্বল অবস্থা থেকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেন) যাতে কাফিররা রাগে ফেটে যায়। আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মশীলদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[১৪]

এটি হ'ল সহাবায়ি কিরামের ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রশংসা।

উক্ত আয়াত এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে সহাবীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যা এ শ্রেষ্ঠ ও নিষ্ঠাবান লোকগুলোর জন্য

---

১৩. ৪৮নং সূরাহ্ আল ফাতহ, ২৯।

১৪. ৪৮নং সূরাহ্ আল ফাতহ, ২৯।

https://www.facebook.com/178945132263517

এক বিশেষ প্রশংসা। তিনি তাঁদের জন্মের পূর্বেই মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর তাওরাতে তাঁদের প্রশংসা করেন। তেমনিভাবে তাঁদের প্রশংসা করেন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ইঞ্জীল কিতাবেও। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপস্থিতিতেই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর নাযিলকৃত কুরআনে তাঁদের প্রশংসা করেন।

আল্লাহ তা'আলা মুহাজির সহাবীদের প্রশংসায় আরো বলেন :

﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ﴾

"এ সকল সম্পদ সে সব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য যাদেরকে একদা তাদের ঘর-বাড়ী ও সম্পদ-সম্পত্তি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। যারা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করে। উপরন্তু যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। মূলতঃ তারাই সত্যবাদী।"[১৫]

তিনি আনসারী সহাবীদের প্রশংসায় আরো বলেন :

﴿وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"এ সকল সম্পদ তাদের জন্যও যারা মুহাজিরদের আসার আগেই মাদীনার বাসিন্দা এবং দ্রুত ঈমান গ্রহণ করেছে। তারা মুহাজিরদেরকে অত্যন্ত ভালবাসে। তাদেরকে যে সম্পদ দেয়া হয়েছে তার প্রতি তাদের অন্তরে সামান্যটুকুও লোভ নেই। বরং তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত হয়। বস্তুতঃ যাদেরকে দুনিয়ার অতি লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।"[১৬]

উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুহাজির ও আনসারী সহাবীদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। মুহাজিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যাঁরা একদা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সম্পদ-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং তিনি ও তাঁর রসূলের সহযোগিতার জন্য হিজরত করেছেন। তাঁদের ব্যাপারে বলা হয়েছে : তাঁরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য, তাঁর দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ, রসূল (ﷺ)-এর সহচর্য ও তাঁর প্রতি ঈমানে একান্ত সত্যবাদী।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ব্যাপারে আরো বলেন :

---

১৫. ৫৯নং সূরাহ্ আল হাশর, ৮।

১৬. ৫৯নং সূরাহ্ আল হাশর, ৯।

https://www.facebook.com/178945132263517

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا﴾

"মু'মিনদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কেউ কেউ তো ইতিমধ্যেই আল্লাহ তা'আলার পথে শহীদ হয়েছে। আর কেউ কেউ এ অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের সংকল্প বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করেনি।"[১৭]

এঁরা সে সহাবায়ি কিরাম যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এমন চমৎকার প্রশংসা করেছেন।

তেমনিভাবে আনসারী সহাবীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যাঁরা মুহাজিরদের পূর্বেই মাদীনায় অবস্থান করছেন। তাঁদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল তাঁরা স্বেচ্ছায় মুহাজিরদেরকে নিজেদের সম্পদের ভাগী করেছেন। ফলে একজন আনসারী তার ঘর ও সম্পদের অর্ধেক মুহাজিরকে দিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের অভাবগ্রস্ততা সত্ত্বেও মুহাজিরদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে আনসারী ও মুহাজির উভয়ই আল্লাহর দ্বীনের বিশিষ্ট সহযোগী রূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাই তাঁরা উভয়ই আল্লাহর দ্বীনের একান্ত সাহায্যকারী ও সহযোগী।

সহাবীদের প্রতি একজন মুসলিমের করণীয়

এতক্ষণ মুহাজির ও আনসারী সহাবীদের কথাই আলোচিত হয়েছে। এখন তাঁদের সাথে তাঁদের পরের লোকদের কী আচরণ হওয়া উচিত তাই আলোচিত হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

"এ সকল সম্পদ তাদের জন্যও যারা এদের পরে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। তারা বলে : হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। উপরন্তু কোন ঈমানদার ভাইয়ের প্রতি আমাদের অন্তরে সামান্যটুকুও হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি বড়ই করুণাময় পরম দয়ালু।"[১৮]

---

১৭. ৩৩নং সূরাহ্ আল আহযাব, ২৩।

১৮. ৫৯নং সূরাহ্ আল হাশর, ১০।

https://www.facebook.com/178945132263517

উক্ত আয়াত সহাবীদের প্রতি প্রতিটি মু'মিনের করণীয় কী সেটিই সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে।

মূলতঃ তাঁদের প্রতি আমাদের করণীয় কাজ দু'টি যা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

এর প্রথমটি হ'ল : সহাবীদের প্রতি আমাদের অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখা। আমাদের অন্তরখানা তাদের প্রতি এমনভাবে পরিষ্কার থাকবে যে, তাঁদের প্রতি আমাদের অন্তরে সামান্যটুকুও হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে না। বরং তাঁদের প্রতি সর্বদা থাকবে নিষ্কলুষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা। যা উক্ত আয়াতের শেষাংশ থেকে বুঝা যায়। যাতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

"উপরন্তু কোন ঈমানদার ভাইয়ের প্রতি আমাদের অন্তরে সামান্যটুকুও হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি বড়ই করুণাময় পরম দয়ালু।"[১৯]

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, হে প্রভু! আপনি আমাদের অন্তরকে আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন রাখুন। তাঁরা শুধু আমাদের ভাই-ই নন। বরং তাঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। এমনকি তিনি তাঁদেরকে সম্যক সন্তুষ্টও করিয়েছেন। তাঁরা শুধু আমাদের ভাই-ই নন। বরং তাঁদের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। আর তা হ'ল তাঁরা আমাদের অনেক পূর্বেই আপনার ও আপনার রসূল (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন।

আমরা চৌদ্দশ' হিজরী শতাব্দীতে অবস্থান করছি। আর তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর সাথেই ছিলেন যখন তাঁকে নাবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। উপরন্তু তাঁরা তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে শক্তিশালী করেছেন। সর্বদা তাঁরা তাঁর সাথেই থেকেছেন।

অতএব, তাঁরা আমাদের চেয়ে ঈমানে অগ্রবর্তী। ধর্মের সাহায্যে অগ্রবর্তী। এমনকি তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর সাথী হতে পেরে আমাদের চেয়েও অনেক অগ্রবর্তী। তাই তাঁদের জন্য দু'আ করার সময় আমরা তাঁদের অগ্রবর্তী হওয়ার ব্যাপারটি স্মরণ করব। যা এ সংক্রান্ত পূর্বের আয়াতের প্রথমাংশে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ﴾

---

১৯. ৫৯নং সূরাহ্ আল হাশর, ১০।

https://www.facebook.com/178945132263517

"এ সকল সম্পদ তাদের জন্যও যারা এদের পরে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। তারা বলে : হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদেরকে ক্ষমা করুন।"[২০]

তাঁরা আমাদের অগ্রবর্তী হওয়ার দরুন আমাদের উপর তাঁদের বিশেষ অধিকার রয়েছে। তাঁদের মর্যাদা বুঝার জন্য তাঁদের অগ্রবর্তী হওয়ার ব্যাপারটি আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ করতে হবে।

তা হলে সহাবীদের প্রতি আমাদের প্রথম করণীয় হ'ল তাঁদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন রাখা।

সহাবীদের প্রতি আমাদের দ্বিতীয় করণীয় হ'ল তাঁদের ব্যাপারে আমাদের সকলের মুখকে সামলে রাখা। তথা তাঁদেরকে কোন গালি দেয়া যাবে না। তাঁদের ব্যাপারে কোন অশ্লীল কথা বলা যাবে না। তাঁদেরকে কোন ধরনের লা'নাত ও আঘাত করা যাবে না। বরং তাঁদের জন্য যথাসাধ্য দু'আ করতে হবে। যা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে কি বলা হয়েছে যে, পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে গালি দিবে। তাঁদের প্রতি আঘাত করবে। তাঁদের ইয্যত-সম্মান হানি করবে? না, তা একজন মু'মিনের চরিত্রই হতে পারে না।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম। সহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয় দু'টি যা নিম্নরূপ :

১. তাঁদের প্রতি আমাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখা।

২. তাঁদের ব্যাপারে আমাদের মুখকে সম্পূর্ণরূপে সামলে রাখা।

তথা সহাবীদের ব্যাপারে আমাদের অন্তর হবে একেবারেই পরিচ্ছন্ন এবং আমাদের মুখ হবে তাঁদের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

সহাবীদেরকে গালি দেয়া হারাম

রসূল (ﷺ) সহাবীদেরকে গালি দেয়ার ব্যাপারে তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁদের মর্যাদার কথাও উল্লেখ করেন।

আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেন :

لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ

---

২০. ৫৯নং সূরাহ্ আল হাশর, ১০।

https://www.facebook.com/178945132263517

'তোমরা আমার সহাবীদেরকে গালি দিও না। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও সদাক্বাহ্ করে দেয় তারপরও তা ওদের কারোর এক অঞ্জলি কিংবা তার অর্ধেক খাদ্য সদাক্বাহ্ করার সমপরিমাণ হবে না।'[২১]

যদি সহাবীদের কেউ তাঁর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ কোন খাদ্য কোন মিসকীনকে সদাক্বাহ্ করে। আর আমি বা আপনি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ কাউকে সদাক্বাহ্ করে দিলাম। যা আমাদের কারোর পক্ষে কখনোই সম্ভবপর নয় যদিও তার সম্পদ অনেকই থাকুক না কেন। আর যদিও কারোর নিকট যে কোনভাবে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ এসেও যায় তাহলে তা সত্যিই তাকে ফিতনায় ফেলে দিবে, এমনকি তাকে অতি কৃপণ বানিয়ে ছাড়বে। আর যদি ধরেই নিলাম আমাদের কারোর নিকট উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ আছে। আর সে তার সবটুকুই আল্লাহ তা'আলার পথে সদাক্বাহ্ করে দিল তাহলেও তা সহাবায়ি কিরামের এক অঞ্জলি সমপরিমাণ খাদ্য ইত্যাদি সদাক্বাহ্ করার সমপরিমাণ হবে না। এ থেকেই সহাবায়ি কিরামের সম্মান ও মর্যাদা খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

রসূল (ﷺ) বললেন : 'তোমরা আমার সহাবীদেরকে গালি দিও না।' এটি সত্যিই নাবী (ﷺ)-এর কথা। তা আমাদের কারোর কিংবা কোন 'আলিমের কথা নয়। নাবী (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে নসীহত ও সতর্ক করছেন, যে কোন সহাবীর কোন ধরনের অসম্মান কিংবা তাঁর ব্যাপারে অযথা অসঙ্গত কোন কিছু প্রচার করতে। তেমনিভাবে তিনি তাতে সহাবীদের সঠিক সম্মান ও মর্যাদার প্রতিও ইঙ্গিত করলেন।

এ ব্যাপারে আরো অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। যা সহাবায়ি কিরামের সম্মান, মর্যাদা ও গুণাবলী বর্ণনা করে। এমনকি জনৈক 'আলিম একদা সহাবায়ি কিরামের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে ভিন্ন একটি বই লিখতে চেয়েছেন। তখন তা এক খণ্ডে শেষ করা সম্ভবপর হয়নি। বরং তা লিখতে অনেক খণ্ডের প্রয়োজন হয়েছে। যাতে নাবী (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে সহাবীদের একক ও সম্মিলিত প্রশংসা করা হয়েছে। ব্যাপারটি ভারী আশ্চর্যেরই বটে। কতই না তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা! কতই না তাঁদের মহত্ব ও মহিমা!

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সহাবায়ি কিরামের জন্য দু'আ ও ইস্তিগ্‌ফার করতে আদেশ করেছেন। বস্তুতঃ তাদের সকলেই তা পালন করছেও। তবে বিশ্বে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা স্বেচ্ছায় কুরআনের চাওয়ার উল্টো দিকেই চলছে। তারা প্রতিনিয়তঃ হাদীসের উল্টো দিকেই চলছে। তারা সহাবায়ি কিরামের জন্য ইস্তিগফার না করে বরাবর তাঁদেরকে গালি দিয়েই যাচ্ছে। প্রশংসার পরিবর্তে তারা সর্বদা সহাবীদের বদনামই করে চলছে।

---

২১. সহীহুল বুখারী তাও. ৩৬৭৩, আ.প্র. ৩৩৯৮, ই.ফা. ৩৪০৫; সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ৬৩৮১-(২২১/২৫৪০), ই.ফা. ৬২৫৬, ই.সে. ৬৩০৫।

https://www.facebook.com/178945132263517

এ জন্যই একদা উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ভাগিনা 'উরওয়াহ বিন যুবাইর (রহিমাহুল্লাহ)-কে বললেন:

يَا ابْنَ أُخْتِيْ! أُمِرُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَبُّوْهُمْ.

'হে আমার বোনের ছেলে! বোনপো! তাদেরকে তো আদেশ করা হয়েছে নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইতে; অথচ তারা তাঁদেরকে গালি দিচ্ছে।'[২২]

তবে এর মাঝেও আল্লাহ তা'আলার কোন না কোন হিক্বমাত অবশ্যই লুকায়িত রয়েছে।

জাবির বিন 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলা হ'ল : কিছু সংখ্যক মানুষ নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদের ব্যাপারে কটূক্তি করছে। এমনকি আবূ বকর ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ব্যাপারেও। তখন তিনি বললেন :

وَمَا تَعْجَبُوْنَ مِنْ هَذَا؟ انْقَطَعَ عَنْهُمُ الْعَمَلُ، فَأَحَبَّ اللهُ أَنْ لاَ يَقْطَعَ عَنْهُمُ الْأَجْرَ.

'এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বস্তুতঃ তাঁদের 'আমাল তো বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আল্লাহ তা'আলা চান যে, তাঁদের সাওয়াবটুকু বন্ধ না হোক।'[২৩]

তা এভাবে যে, আমরা নিশ্চয়ই হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, কাউকে অবৈধভাবে আঘাত করা হলে আঘাতপ্রাপ্তকে ক্বিয়ামাতের দিন আঘাতকারীর কাছ থেকে সে পরিমাণ সাওয়াব দিয়ে দেয়া হবে। এ থেকে সহাবায়ি কিরামকে আঘাতকারীর অবস্থা ক্বিয়ামাতের দিন কী হবে তা সহজেই বুঝা যায়।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেন :

أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

---

২২. *সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ৭৪২৯-(১৫/৩০২২), ই.ফা. ৭২৫৮, ই.সে. ৭৩১৩।*
২৩. *জামি'উল-উসূল : ৬৩৬৬ তারীখু দামিস্ক : ৪৪/৩৮৭ তারীখু বাগদাদ : ৫/১৪৭)*

https://www.facebook.com/178945132263517

'তোমরা কি জান নিঃস্ব কে? সহাবীগণ বললেন : নিঃস্ব সে ব্যক্তিই যার কোন দিরহাম তথা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রসূল (ﷺ) বললেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সে ব্যক্তিই নিঃস্ব যে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে অনেকগুলো সলাত, সওম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। অথচ হিসেব করতে গিয়ে দেখা যাবে যে, সে অমুককে গালি দিয়েছে। অমুককে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে। অমুকের সম্পদ খেয়ে ফেলেছে। অমুকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং অমুককে মেরেছে। তখন একে তার কিছু সাওয়াব দেয়া হবে এবং ওকে আরো কিছু সাওয়াব দেয়া হবে। এমনিভাবে যখন তার সকল সাওয়াব ও পুণ্য শেষ হয়ে যাবে অথচ এখনো তার দেনা বাকি তখন ওদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[২৪]

এ হ'ল যে কোন সাধারণ মুসলিমকে গালি দেয়ার পরিণাম। তাহলে কেউ সহাবায়ি কিরামকে গালি দিলে তার সাথে ক্বিয়ামাতের দিন কী আচরণ করা হবে তা এ হাদীস থেকে সহজেই বুঝা যায়।

কতইনা মহা বিপদের কথা! যখন সহাবায়ি কিরামকে গালি দেয়া কোন ব্যক্তিকে ক্বিয়ামাতের দিন সবার সামনে দাঁড় করিয়ে তার সাওয়াবগুলো সহাবায়ি কিরামকে দেয়া হবে। এমনকি তার সাওয়াবগুলো শেষ হয়ে গেলে সহাবায়ি কিরামের গুনাহগুলো তার উপর চাপিয়ে তাকে পরিশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কতই না আশ্চর্য! কতইনা মহা-মুসীবতের কথা। যখন সহাবায়ি কিরামকে গালি দেয়া কোন ব্যক্তি একেবারেই নিঃস্ব হয়ে যাবে। তার কাছে আর কোন সাওয়াবই থাকবে না। আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার কিছু সাওয়াব নিয়ে গেছেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো কিছু। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো কিছু। নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ আরো কিছু। আর বাকীটুকু অন্যান্য সহাবায়ি কিরাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল এমনকি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) ও তাঁর বিরোধীদের আঘাত থেকে রক্ষা পাননি। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ কুরআনেই 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর পবিত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে সূরাহ্ আন্ নূরে কয়েকটি আয়াতও নাযিল করেছেন। যা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমদের মেহরাবগুলোতে পড়া হবে। এরপরও কিছু মানুষ তাঁর ব্যাপারে কটূক্তি করে চলছে। যার পরিণতি এ দাঁড়াবে যে, ক্বিয়ামাতের দিন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এ জন্য অনেকগুলো সাওয়াব পেয়ে যাবেন। আর তাঁর ব্যাপারে কটূক্তিকারী ক্বিয়ামাতের দিন একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে।

তেমনিভাবে কিছু লোক তো এমনও রয়েছে যে, যারা সকাল-বিকাল সহাবায়ি কিরামকে গালি দিয়েই যাচ্ছে। ক্বিয়ামাতের দিন এ লোকগুলোর যে কী অবস্থা হবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

---

২৪. সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ৬৪৭৩-(৫৯/২৫৮১), ই.ফা. ৬৩৪৩, ই.সে. ৬৩৯৩।

https://www.facebook.com/178945132263517

কেউ কেউ তো তার দু'আয় এমনও বলে যে :

اللَّهُمَّ الْعَنْ جِبْتَيْ قُرَيْشٍ وَطَاغُوْتَيْهِمَا وَأَقْبَاطَيْهِمَا وَابْنَتَيْهِمَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ.

'হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশ বংশের দু' জন জিব্‌ত, তাগূত ও ক্বিবতীকে এমনকি তাদের কন্যাদ্বয়কেও লা'নাত করুন। তারা হ'ল আবূ বকর ও 'উমার।'

বস্তুতঃ একজন মু'মিনের চরিত্র এমন হতে পারে না।

'আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيْءِ.

'একজন মু'মিন কখনো অন্যকে আঘাতকারী, লা'নাতকারী, অশ্লীল ও কটূক্তিকারী হতে পারে না।'[২৫]

বরং যখন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একদা বলা হ'ল : হে আল্লাহ'র রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি মুশরিকদেরকে বদ্-দু'আ করুন। তখন তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা কাউকে লা'নাত করার জন্য পাঠাননি।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

إِنِّيْ لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا.

'নিশ্চয়ই আমাকে লা'নাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি।'[২৬]

এতদসত্ত্বেও নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাত বলে দাবিদার কিছু সংখ্যক মুসলিম কীভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ উম্মাত সহাবায়ি কিরামকে গালি দিতে পারে?

মর্যাদানুসারে সহাবীদের স্তর-বিন্যাস

সহাবায়ি কিরাম আবার সবাই এক পর্যায়ের নন। বরং তাঁরা মর্যাদানুসারে বিভিন্ন পর্যায়ের।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ إِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ.

'আবূ বকর ও 'উমার, নাবী ও রসূল ছাড়া পূর্বাপর সকল বয়স্ক জান্নাতীদের নেতা।'[২৭]

---

২৫. আহমাদ হাঃ ৩৯৪৯, বুখারী/আদাবুল-মুফরাদ হাঃ ৩১২, তিরমিযী হাঃ ১৯৭৭, হাকিম হাঃ ১/১২, সিল্‌সিলাতুল আ-হাদীসিস সহীহা হাঃ ৩১২।

২৬. সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ৬৫০৭-(৮৭/২৫৯৯), ই.ফা. ৬৩৭৬, ই.সে. ৬৪২৭।

২৭. আহমাদ হাঃ ৬০২, তিরমিযী হাঃ ৩৬৬৬, ইবনু মাজাহ হাঃ ৯৫, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা হাঃ ৮২৪।

https://www.facebook.com/178945132263517

এ জন্যই বলতে হয় : নাবী ও রসূল ছাড়া জান্নাতীদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ হলেন আবূ বকর ও 'উমার। তাঁরা নাবীদের পরপরই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَلاَ يُنْكِرُهُ.

'আমরা নাবী (ﷺ)-এর যুগেই সহাবীদের মাঝে সর্বোত্তমের শ্রেণী বিন্যাস করতাম। আমরা বলতাম : আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সহাবীদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তি, এরপর 'উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), এরপর 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এ ব্যাপারটি নাবী (ﷺ)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি (ﷺ) এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করতেন না।'[২৮]

মুহাম্মাদ বিন 'হানাফিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রসূল (ﷺ)-এর পর মানুষের মাঝে সর্বোত্তম কে? তিনি বললেন : আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আমি বললাম : তারপর? তিনি বললেন : তারপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আমি আশঙ্কা করছিলাম, তিনি এরপর বলবেন : 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তাই আমি একান্ত নিজ থেকেই বললাম : তারপর আপনি। তিনি বললেন : আমি মুসলিমদেরই একজন। এ ছাড়া আর কিছুই নই।'[২৯]

বরং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন কথাও বলেন যে,

لاَ يَبْلُغُنِيْ عَنْ أَحَدٍ يُفَضِّلُنِيْ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلاَّ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِيْ.

'আমার কানে যদি এমন কথা আসে যে, কোন ব্যক্তি আমাকে আবূ বকর ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উপর প্রাধান্য দিচ্ছে তাহলে আমি তাকে অবশ্যই মিথ্যা অপবাদের জন্য শাস্তি দেব।'[৩০]

এ জন্যই সহাবীদের ব্যাপারে আমাদের করণীয়র মধ্যে এও যে, আমরা তাঁদের মধ্যকার মর্যাদার তারতম্য ও এর ধারাবাহিকতা জানব। তাহলে আমরা তাঁদের প্রত্যেককে তাঁর যথাযোগ্য অধিকার দিতে পারব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

২৮. আস সুন্নাহ হাঃ ৯৯৩, আবূ ইয়া'লা হাঃ ৫৬০৪, ত্বাবারানী/মুসনাদুশ শামিয়্যীন হাঃ ১৭৬৪, যিলালুল জান্নাহ হাঃ ১১৯৩।

২৯. সহীহুল বুখারী তাও. ৩৬৭১, আ.প্র. ৩৩৯৬, ই.ফা. ৩৪০৩।

৩০. সুন্নাহ/ ইবনু আবী 'আস্বিম ১২১৯, আহমাদ/ফাযায়িলুস সাহাবাহ ৪৯।

https://www.facebook.com/178945132263517

﴿لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা মাক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার পথে দান-সদাক্বাহ্ ও যুদ্ধ করেছে তারা আর অন্যরা সমান নয়। তাদের মর্যাদা অনেক বেশি ওদের তুলনায় যারা মাক্কাহ্ বিজয়ের পর আল্লাহ তা'আলার পথে দান-সদাক্বাহ্ ও যুদ্ধ করেছে। তবে উভয়কেই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত।"[৩১]

উক্ত আয়াতে কল্যাণ বলতে জান্নাত এবং বিজয় বলতে মাক্কাহ্ বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। তবে কেউ কেউ বিজয় বলতে 'হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বুঝিয়েছেন। তাহলে অর্থ এ দাঁড়ায় যে, যাঁরা 'হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় গাছের নিচে নাবী (ﷺ)-এর হাতে বায়'আত করেছেন তাঁরা ঈমান, সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে ওঁদের সমান নন যাঁরা মাক্কাহ্ বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ ও যুদ্ধ করেছেন। উভয়ের মাঝে অবশ্যই মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে। তবে সবাই নাবী (ﷺ)-এর সহাবী। সবাই ঈমানদার ও সবাই জান্নাতী।

তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ সহাবীগণ হলেন যাঁরা 'হুদাইবিয়াহ্' এলাকার গাছের নিচে রসূল (ﷺ) এর হাতে বায়'আত করেছেন। এঁদের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ওঁরা যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যেও আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ওঁরা যাঁদেরকে রসূল (ﷺ) একদা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এঁরা হলেন দশ জন যাঁদেরকে রসূল (ﷺ) একই বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যা তাঁদের জন্য এক অনন্য সম্মান।

'আবদুর রহমান বিন 'আউফ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন :

أَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ.

---

৩১. ৪৭নং সূরাহ্ আল হাদীদ, ১০।

https://www.facebook.com/178945132263517

আবূ বকর জান্নাতী, 'উমার জান্নাতী, 'উসমান জান্নাতী, 'আলী জান্নাতী, ত্বাল'হা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ জান্নাতী, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস জান্নাতী, সা'ঈদ বিন যায়দ বিন 'আমর বিন নুফাইল জান্নাতী এবং আবূ 'উবাইদাহ বিন জার্‌রাহও জান্নাতী।[৩২]

এঁরা হলেন দশ জন যাঁদের ব্যাপারে নাবী (ﷺ) একই বৈঠকে এ সাক্ষ্য দিলেন যে তাঁরা জান্নাতী। তাঁরা দুনিয়াতে জীবিত থাকাবস্থায়ই নিজেদের ব্যাপারে জেনে ফেলেছেন যে, তাঁরা জান্নাতী। কারণ, এর সাক্ষী হলেন একজন সত্যবাদী ও আমানতদার। আর কতই না মহান ও সম্মানজনক এ সাক্ষ্য।

এ দশজনের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন বিশিষ্ট চার খালীফাহ্। আবার চার খালীফার মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবূ বকর ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)। আর নাবীর পর তাঁর উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সহাবী হলেন আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল কুরআন মাজীদে শুধুমাত্র তাঁর সহচর্যের কথাই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আর কারোরই নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا﴾

"যখন সে তার সাথীকে বলল : তুমি চিন্তা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথেই আছেন।"[৩৩]

আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছাড়া আর কারোর সহচর্যের সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআন মাজীদে আসেনি। তিনিই পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম। তিনি ছিলেন সিদ্দীক। রসূল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যা কিছুই বলতেন তিনি তা অকাতরেই বিশ্বাস করতেন। যখন নাবী (ﷺ) মুশরিকদেরকে বাইতুল মাক্বদিসের দিকে তাঁর রাত্রি ভ্রমণ, আকাশের দিকে তাঁর ঊর্ধ্ব গমন এমনকি বোরাকে তাঁর আরোহণের কথা বললেন তখন তারা তা বিশ্বাসই করতে পারেনি। বরং তারা আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট এসে বলল : তুমি কি জান না! তোমার সাথী ইদানীং কী বলছে? সে তো বোকার ন্যায় এমন এমন কথা বলছে। তিনি বললেন : যদি আমার সাথী বাস্তবেই এ কথা বলে থাকে তাহলে তিনি তা সত্যই বলেছেন।[৩৪]

আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হলেন এ উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্দীক। সিদ্দীকের উপাধিতে তাঁর পর্যায়ে আর কেউ কখনো পৌঁছতে পারবে না।

---

৩২. আহমাদ হাঃ ১৬৭৫, তিরমিযী হাঃ ৩৭৪৭, নাসায়ী হাঃ ৮১৯৪।

৩৩. ৪০নং সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্, ১০।

৩৪. হাকিম : ৩/৬৫, আবূ না'ঈম/মা'রিফাতুস সা'হাবাহ্ : ১/৮২, বায়হাক্বী/দালায়িলুন নুবুওয়াহ : ২/৩৬১, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা : ৩০৬।

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ﴾

"আর যারা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারা হ'ল সিদ্দীক।"[৩৫]

উক্ত সম্মান ও উপাধিতে সর্বপ্রথম ভূষিত হলেন আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। যাঁর পর্যায়ে এখনো পর্যন্ত দুনিয়ার আর কেউ পৌঁছতে পারেনি।

একদা রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহাবীদের সাথে কথা বলছিলেন। তখন আবূ বকর ও 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর সাথে ছিলেন না। তারপরও তিনি এক আশ্চর্যকর বিষয়ে ঈমান আনার ব্যাপারে তাঁদের উভয়কেই সাথী বানিয়েছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের সলাত আদায় করে মুসল্লীদের দিকে ফিরে বললেন :

بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا؛ إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ!! فَقَالَ: فَإِنِّيْ أُؤْمِنُ بِهٰذَا أَنَا، وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ - وَمَا هُمَا ثَمَّ - وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِيْ غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: هٰذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّيْ؛ فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ!! قَالَ: أُؤْمِنُ بِهٰذَا أَنَا، وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ - وَمَا هُمَا ثَمَّ.

একদা জনৈক ব্যক্তি তার গাভীটি চরাচ্ছিল। হঠাৎ সে তার পিঠে চড়ে তাকেই মারতে লাগল। তখন গাভীটি বলল : আরে! আমাদেরকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে চাষের জন্য। উপস্থিত লোকরা তা শুনে বলে উঠল : আশ্চর্য! গাভী কথা বলছে!! নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : আমি এ কথায় বিশ্বাস করি। এমনকি আবূ বকর এবং 'উমারও। অথচ তাঁরা তখন সেখানে ছিলেন না। তেমনিভাবে একদা জনৈক ব্যক্তি ছাগল চরাচ্ছিল। ইতিমধ্যে বাঘ তার একটি ছাগল নিয়ে পালিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরিশেষে সে তার ছাগলটিকে বাঘের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হ'ল। তখন বাঘটি তাকে বলল : তুমি তো এখন আমার হাত থেকে ছাগলটি ছাড়িয়ে নিলে। সে দিন এ ছাগলটিকে আমার হাত

---

৩৫. ৫৭নং সূরাহ্ আল হাদীদ, ১৯।

https://www.facebook.com/178945132263517

থেকে কে ছাড়িয়ে নিবে যে দিন আমি ছাড়া এর কোন রাখালই থাকবে না। উপস্থিত লোকেরা তা শুনে বলে উঠল : আশ্চর্য! বাঘ কথা বলছে!! নাবী (ﷺ) বললেন : আমি এ কথায় বিশ্বাস করি। এমনকি আবূ বকর এবং 'উমারও। অথচ তাঁরা তখন সেখানে ছিলেন না।[৩৬]

ভেবে দেখুন আবূ বকর ও তাঁর ঈমানের ব্যাপারটি। ভেবে দেখুন সহাবীদের আদর্শের পরিপূর্ণতার ব্যাপারটি। তা দেখে তখন শুধু বার বার আশ্চর্যই হবেন।

আমরা যদি শুধু কুরআন ও হাদীস থেকে আবূ বকর ও 'উমারের বৈশিষ্ট্যাবলী তুলে ধরি তাহলে এক বা একাধিক বক্তব্য কিংবা ক্লাস করে তা শেষ করা যাবে না। কারণ, তাঁদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী সত্যিই অনেক।

এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর একক সত্ত্বা এবং তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর ওয়াসিলায় একান্তভাবে কামনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে নাবী (ﷺ)-এর কোন সহাবী কিংবা দুনিয়ার কোন মু'মিনের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রাখেন। উপরন্তু আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী সকল মু'মিন ভাইকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর নিকট তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর ওয়াসিলায় আরো প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন ক্বিয়ামাতের দিন তাঁর সম্মানিত নাবী ও বিশিষ্ট সহাবায়ি কিরামের সাথে আমাদের 'হাশর করেন। আরো আশা করছি, তিনি যেন ক্বিয়ামাতের দিন আবূ বকর, 'উমার, 'উসমান, 'আলী ও তাঁর নাবীর স্ত্রীদের সাথে আমাদের হাশর করেন। এমনকি তিনি যেন ক্বিয়ামাতের দিন সকল সম্মানিত ও মর্যাদাবান সহাবীদের সাথে আমাদের হাশর করেন।

নসীহত : সহাবীদের জীবনী পড়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত

সহাবীদের জীবনী এমনকি তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নিয়ে আমাদের সবারই পড়াশুনা করা উচিত। কুরআন ও হাদীস থেকে শুরু করে ইমাম ও 'আলিমরা তাঁদের ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন ও বলেছেন তা সবই জানা উচিত। যা বিশদভাবে হাদীসের কিতাবগুলো। যেমন: বুখারী, মুসলিম, সুনান, মাসানীদ, মা'আজিম ও আজযার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। এমনকি তাঁদের সম্পর্কে যে কিতাবগুলো বিশেষভাবে লেখা হয়েছে তা সবই আমাদের যথাসাধ্য পড়া উচিত। যা পড়লে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো আমরা পেতে পারি :

১. যখন আপনি সহাবীদের জীবনী ও তাঁদের ঘটনাবলী পড়বেন তখন তাঁদের প্রতি আপনার ভালোবাসা অবশ্যই বেড়ে যাবে। যার দরুন আপনি সর্বদা তাঁদের প্রশংসা করবেন। তাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির বার বার ঘোষণা দিবেন। তাঁদের জন্য সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা কামনা করবেন। এমনকি তাঁদের ব্যাপারে সর্বদা ভাল কথাই বলবেন।

---

৩৬. সহীহুল বুখারী তাও. ৩৪৭১, আ.প্র. ৩২১৩, ই.ফা. ৩২২২।

https://www.facebook.com/178945132263517

২. তাঁদের জীবনী পড়লে আপনিও তাঁদের মত হওয়ার চেষ্টা করবেন। আর যতদূর আপনি তাঁদের মত হওয়ার চেষ্টা করবেন ততই আপনি কল্যাণের প্রতি অগ্রসর হবেন। আপনি যতই তাঁদের নিয়মের উপর চলতে ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাইবেন ততই আপনি কল্যাণের নিকটবর্তী হবেন।

কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে বলেন :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত। তোমাদেরকে মানব জাতির সর্বাত্মক কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৩৭]

'আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেন :

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হ'ল আমার শতাব্দীর মানুষ। এরপর যারা আসবে। তারপর যারা আসবে।[৩৮]

তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রসূল (ﷺ) সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাই তাঁদের মত হওয়া মানে সার্বিক কল্যাণমুখী হওয়া।

৩. আপনি যতই তাঁদের জীবনী পড়বেন ততই তাঁদের অসম্মান ও তাঁদের প্রতি কটূক্তি করা থেকে অনেক দূরে থাকবেন। আপনি তো মূলতঃ তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্‌ফার করতে, তাঁদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করতে এমনকি তাঁদের প্রশংসা করতে শারী'আত কর্তৃক আদিষ্ট। আর তাঁদের জীবনী পড়লে তাঁদের প্রতি আপনার ভালবাসা বাড়লে আপনি তাঁদের প্রশংসাই করবেন। তাঁদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিবেন। তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করবেন ও তাঁদের ব্যাপারে কটূক্তি করা থেকে বহু দূরে থাকবেন।

সহাবীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে একজন মুসলিমের করণীয়

বস্তুতঃ সহাবীদের পরস্পরের মাঝে মানুষ হিসেবে কিছু না কিছু দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ অবশ্যই সংঘটিত হয়েছিল। যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তবে সে ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী? তা অবশ্যই জানা উচিত।

---

৩৭. ৩নং সূরাহ্ আলি 'ইমরান, ১১০।

৩৮. সহীহুল বুখারী তাও. ২৬৫২, আ.প্র. ২৪৬০, ই.ফা. ২৪৭৬; সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ৬৩৬৩-(২১০/২৫৩৩), ই.ফা. ৬২৩৯, ই.সে. ৬২৮৭।

https://www.facebook.com/178945132263517

একদা 'উমার বিন 'আবদুল আযীয (رحمه الله)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

تِلْكَ فِتْنَةٌ طَهَّرَ اللهُ مِنْهَا سُيُوْفَنَا، فَلْنُطَهِّرْ مِنْهَا أَلْسِنَتَنَا.

তা এমন একটি ফিতনা যা থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের তলোয়ারগুলোকে পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। অতএব, তা থেকে আমাদের জিহ্বাগুলোকেও পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।[৩৯]

তিনি আরো বলেন :

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ يَدِيْ مِنْهَا، فَمَا لِيْ أُخَضِّبُ لِسَانِيْ فِيْهَا؟

তা ছিল রক্ত তথা এক রক্তাক্ত কর্মকাণ্ড যা থেকে আল্লাহ তা'আলা আমার হাতকে পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। অতএব, আমার কী হ'ল যে, আমি আমার জিহ্বাকে তা দিয়ে রঞ্জিত করব।[৪০]

ইমাম আহমাদ (رحمه الله)-কে একদা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

"এ লোকগুলো তো গত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তাদের কৃতকর্ম। আর তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম। তাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে এতটুকুও জিজ্ঞাসা করা হবে না।"[৪১]

কিছুক্ষণের জন্য ধরে নিলাম, কোন একজন সহাবী অপরাধ করেছেন। তাই বলে কি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সে অপরাধের জন্য জিজ্ঞাসা করবেন? না, তা কখনই নয়। তাহলে আপনি কেন সহাবীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন? আপনি তো না তাঁদের হিসাব রক্ষক, না পাহারাদার।[৪২]

এ ব্যাপারে আরেকটি কথা আরো গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হ'ল : ধরে নিলাম, তাঁদের কেউ কেউ দোষ করেছেন। তাই যদি কিছু করতেই হয় তাহলে আমরা তা ইসলামের মানদণ্ডেই যাচাই করব।

---

৩৯. হিলয়াতুল-আউলিয়া : ৯/১১৪।
৪০. মুজালাসাহ : ১৯৬৫।
৪১. ২নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, ১৩৪, ১৪১।
৪২. আস-সুন্নাহ্/খাল্লাল : ২/৪৮১।

https://www.facebook.com/178945132263517

'আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইরশাদ করেন :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

যদি কোন বিচারক নিজ গবেষণায় কোন বিচার-ফায়সালা করে সঠিকে উপনীত হয় তাহলে তার জন্য রয়েছে দু'টি সাওয়াব। আর যদি সে নিজ গবেষণায় কোন বিচার-ফায়সালা করে সঠিকে উপনীত না হতে পারে তাহলে তার জন্য রয়েছে একটি সাওয়াব।[৪৩]

তাহলে সহাবীদের পক্ষ থেকে দ্বন্দ্ব বা ভুল যাই আমাদের নিকট বর্ণিত হয়ে আসুক না কেন তা দু' অবস্থা থেকে খালি নয়।

ক. হয়তো বা তা মিথ্যা হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেটি দেখা যায়।

খ. তা সত্য ও প্রমাণিত। আর যা তাঁদের থেকে সঠিকভাবেই প্রমাণিত তা তাঁরা অবশ্যই গবেষণা করেই করেছেন। তাতে তাঁদের কেউ সঠিকে উপনীত হলে তাঁর জন্য রয়েছে দু'টি সাওয়াব। আর যাঁর গবেষণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে তাঁর জন্যও রয়েছে একটি সাওয়াব ও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমা।

তাই কোন মুসলিমের জন্য উচিত নয় যে, সহাবীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা। তবে তা করা যেতে পারে যখন এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে তাঁদের সম্মান রক্ষা করা ও তাঁদের পক্ষ হয়ে তাঁদের উপর থেকে তাঁদের শত্রুদের অমূলক অপবাদ প্রতিহত করা এবং তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু দু'আ করেই পুস্তিকাটির ইতি টানছি।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমাত বর্ষণ করুন যেমনিভাবে রহমাত বর্ষণ করেছেন ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত সুমহান। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বারকাত নাযিল করুন যেমনিভাবে বারকাত নাযিল করেছেন ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত সুমহান।

হে আল্লাহ! আপনি খুলাফায়ি রাশিদীন ও হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামদের উপর সন্তুষ্ট হোন। যাঁরা হলেন যথাক্রমে : আবূ বকর সিদ্দীক, 'উমার ফারুক, 'উসমান যিন-নূরাইন ও 'আলী আবুল হাসানাইন।

---

৪৩. সহীহুল বুখারী তাও. ৭৩৫২, আ.প্র. ৬৮৩৮, ই.ফা. ৬৮৫০।

https://www.facebook.com/178945132263517

হে আল্লাহ! আপনি আরো সন্তুষ্ট হোন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বাকি আরো দশজনের উপর। আরো সন্তুষ্ট হোন আপনার নাবীর স্ত্রীদের উপরও। আরো সন্তুষ্ট হোন আপনার নাবীর বদরী সহাবীদের উপরও। আরো সন্তুষ্ট হোন বায়'আতে রিযওয়ানে উপস্থিত থাকা আপনার নাবীর বিশিষ্ট সহাবীদের উপরও। আরো সন্তুষ্ট হোন আপনার নাবীর সকল সহাবীদের উপরও। এমনকি তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপরও।

হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী মু'মিন ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আমাদের অন্তরে দুনিয়ার কোন মু'মিনের প্রতি সামান্যটুকু বিদ্বেষও অবশিষ্ট রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত দয়াময় দয়ালু।

হে আল্লাহ! হে মহান মহীয়ান! আমরা আপনার নিকট নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদের প্রতি কটূক্তি থেকে আপনার আশ্রয় ও পরিত্রাণ কামনা করছি।

হে আল্লাহ! হে মহান মহীয়ান! আমরা আপনার নিকট এ জাতীয় মানুষদের মত ও পথ থেকে আপনার পরিত্রাণ কামনা করছি।

হে মহান মহীয়ান! আমরা আপনার নিকট কামনা করছি। আপনি যেন আমাদের অন্তরগুলো নাবী (ﷺ)-এর সকল সহাবীদের ভালবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন। উপরন্তু ক্বিয়ামাতের দিন তাঁদের সাথেই আমাদের হাশর করুন। হে মহান মহীয়ান!

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনি যাতে সর্বদা সদা সন্তুষ্ট ও যা আপনি সর্বদা পছন্দ করেন তা করার তাওফীক দান করুন। তেমনিভাবে আপনি আমাদেরকে নেক ও আল্লাহভীরুতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করুন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট কামনা করছি এমন কিছু 'আমালের যা আপনার রহমাতকে অবধারিত করে। আপনার ক্ষমাকে নিশ্চিত করে। আমরা আপনার নিকট আরো কামনা করছি প্রত্যেক নেক কাজে সহজতা ও প্রত্যেক গুনাহ থেকে মুক্তি। আর জান্নাত পাওয়ার সফলতা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ধর্মকে বিশুদ্ধ করুন যা আমাদের রক্ষা কবচ। আমাদের দুনিয়াকেও ঠিক করে দিন যেখানে আমাদের জীবন যাপন। তেমনিভাবে আমাদের আখিরাতকেও ঠিক করে দিন যেখানে একদা আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। উপরন্তু আমাদের জীবনকে প্রত্যেক কল্যাণ বর্ধনকারী এবং আমাদের মৃত্যুকে প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা সরূপ বানিয়ে দিন।

https://www.facebook.com/178945132263517

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যকার সকল সমস্যা দূর করে দিন। আমাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করুন এবং আমাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করুন। আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনুন। আমাদের শ্রবণ, দর্শন তথা সকল শক্তিতে বারকাত দিন যত দিন পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকি।

হে আল্লাহ! হে মহান মহীয়ান! আপনি সর্বদা আমাদেরকে আপনার আনুগত্য এবং যে 'আমাল আপনার দ্রুত নিকটবর্তী করে ও আমাদের নেকির পাল্লাকে ভারী করে এমন 'আমালের উপর একত্রিত করুন। হে চিরঞ্জীব! হে চির সংরক্ষক! হে মহান মহীয়ান!

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ভাল কথা শুনার তাওফীক দিন এবং ভাল কাজের তাওফীক দিন। বস্তুতঃ এরাই তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত। এরাই তো সত্যিকারের বুদ্ধিমান।

পরিশেষে সকল প্রসংশা সর্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে আল্লাহ! আপনি নিজ রহমাত, বারকাত ও নি'আমাত বর্ষণ করুন আপনার বান্দা ও রসূল তথা আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সহাবীর উপর- আ-মীন! ইয়া রব্বাল 'আ-লামীন!

https://www.facebook.com/178945132263517

লেখকের অন্যান্য বই

১. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
২. বড় শির্ক ও ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্
৪. নবী (ﷺ) যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন
৫. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও প্রত্যেক ফরজ নামায শেষে যা বলতে হয়
৮. গুনাহ্'র অপকারিতা
৯. ইস্তিগফার
১০. সাদাকা-খায়রাত
১১. ধুমপান ও মদপান
১২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
১৩. গুনাহ্র চিকিৎসা
১৪. সলাত ত্যাগ ও জামাআতে সলাত আদায়ের বিধান এবং সলাত আদায়কারীরদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি
১৫. জামা'আতে নামায পড়া
১৬. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১৭. ধর্ম পালনে মুসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৮. সহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয়
১৯. মরেও অমর হওয়ার প্রচেষ্টা
২০. নাবী (ﷺ)-এর অনুসরণ
২১. কুরআন সহীহ হাদীসের আলোকে সুসঙ্গী বনাম কুসঙ্গী

https://www.facebook.com/178945132263517

হাদীস একাডেমী

প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ

০১। কুরআনুল হাকীম বঙ্গানুবাদ-	সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
০২। সহীহ মুসলিম (১ম খণ্ড)-	ঐ
০৩। সহীহ মুসলিম (২য় খণ্ড)-	ঐ
০৪। সহীহ মুসলিম (৩য় খণ্ড)-	ঐ
০৫। সহীহ মুসলিম (৪র্থ খণ্ড)-	ঐ
০৬। সহীহ মুসলিম (৫ম খণ্ড)-	ঐ
০৭। সহীহ মুসলিম (৬ষ্ঠ খণ্ড)-	ঐ
০৮। বুলূগুল মারাম (পূর্ণাঙ্গ)-	ঐ
০৯। মিশকাতুল মাসাবীহ (১ম খণ্ড)-	ঐ
১০। মিশকাতুল মাসাবীহ (২য় খণ্ড)-	ঐ প্রকাশের পথে
১১। আইনী তুহ্‌ফা সলাতে মুস্তফা (১ম খণ্ড)-	অধ্যাপক হাফিয মাওলানা আইনুল বারী আলিয়াবী
১২। আইনী তুহ্‌ফা সলাতে মুস্তফা (২য় খণ্ড)-	ঐ
১৩। আইনী তুহ্‌ফা সলাতে মুস্তফা (১-২) একত্রে	ঐ
১৪। আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের তত্ত্ব রহস্য-	মুফতী মাওলানা আবদুর রউফ
১৫। হানাফী ফিকহের ইতিহাস ও পরিচয়-	ঐ
১৬। প্রচলিত নামায বনাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায-	ঐ
১৭। ইলিয়াসী তাবলীগ বনাম রসূল (সঃ)-এর তাবলীগ-	অধ্যাপক মাওলানা হাফিয আইনুল বারী আলিয়াবী
১৮। অধঃপতনের অতল তলে-	আবু তাহের বর্ধমানী
১৯। কাট হুজ্জতির জওয়াব-	ঐ
২০। মৌলুদ শরীফ	ঐ
২১। তুহফায়ে হাজ্জ-	মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী
২২। ইসলামী বিবাহ পদ্ধতি ও স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন-	শাইখ আহমাদুল্লাহ রহমানী নাসিরাবাদী
২৩। দু'আ প্রসঙ্গ-	আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম
২৪। রুকূর পূর্বে ও পরে সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় বাঁধা সম্পর্কে	এ.কিউ.এম বেলাল হোসাইন রহমানী
২৫। নামাযে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন-	শুজাউল হক
২৬। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ, মুহাররম ও মীলাদুন্নবী-	অধ্যক্ষ মাওঃ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী
২৭। খাঁটি সুন্নাত বনাম ভেজাল সুন্নাত	জহুর বিন ওসমান
২৮। আপনি কেন আহ্‌লে হাদীস হবেন	আম্মার বিন নওয়াব (বাদশা)
২৯। যাদুটোনা, জিনের আসর' বদনযর ও শাইত্বনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার নিশ্চিত উপায়-	ভাষান্তরে মুহাম্মদ আমানুল্লাহ খান
৩০। প্রকৃত অলী আউলিয়া কে?	প্রফেসর এ.এইচ.এম শামসুর রহমান
৩১। কাদিয়ানী ও শী'আ কারা- ভেবে দেখবেন কি?	,,
৩২। সহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয়	শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আযীয আল-মাদানী
৩৩। আসহাবে রসূলের জীবন কথা	

https://www.facebook.com/178945132263517